আমাদের সময়

তারিখ ... 11 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৩ ...

ভারতের অনুদানে বাংলাদেশে স্কুল

আব্দুল্লাহ কাফি ●

দেশের বিদ্যুৎ, রেলওয়ে, সড়ক খাতে এতদিন ঋণ ও অর্থের জোগান দেওয়া হচ্ছিল ভারতের অনুদানে। এখন হঠাৎ করে আবার ভারত সরকারের কাছে স্কুল নির্মাণের জন্য অনুদানে শরণাপন্ন হচ্ছে সরকার। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মোট তিনটি প্রকল্পে মাত্র ৫৮ কোটি ২৪ লাখ টাকার জন্য সরকার ভারতের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করছে বলে পরিকল্পনা কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ জানায়, এই অনুদানের টাকায় খুলনার খালিশপুরে কলেজিয়েট গার্লস স্কুল নির্মাণ এবং সিলেট ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। প্রকল্পগুলো সংশ্লিষ্ট এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

ভারতের অনুদানে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সিটি করপোরেশনগুলো বাস্তবায়ন করবে বলে পরিকল্পনা কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। উভয় মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সিটি করপোরেশনগুলোতে টাকার সংকট দেখা দিয়েছে। খালিশপুরে কলেজিয়েট গার্লস স্কুল নির্মাণ ব্যয় মাত্র ১২ কোটি ৪৮ হাজার টাকা। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত এবং হেরিটেজ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় ২৪ কোটি ১৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং সিলেট সিটির কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও হাই স্কুলে ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪ কোটি ২৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু ভারতীয় হাইকমিশন রাজশাহীতে বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ গেট নির্মাণে টাকা দেবে না। প্রকল্পে এ খাতটি রাখা হয়েছে। যার ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ২০ লাখ ৩৪ হাজার ৯৯৭ টাকা। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন থেকে গতবছর আগস্টে বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) অতিরিক্ত সচিবকে চিঠি দিয়ে টাকা না দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

এলজিআরডি সূত্র জানায়, খুলনা শহরের উত্তর ও পূর্ব দিকে কোনো স্কুল এ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি। কিন্তু শহরের দক্ষিণে খুলনা সিটি করপোরেশন পরিচালিত কলেজিয়েট গার্লস স্কুল নামে একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এখন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা প্রসারের জন্য ইআরডির মাধ্যমে ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। অনুদানের জন্য ইআরডি ও ভারতীয় হাইকমিশনের মধ্যে গত ২০১৩ সালে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এদিকে গতবছর স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভায় জানানো হয় যে, ভারতীয় অনুদানের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ভারতীয় হাইকমিশনের সম্মতিপত্রের আলোকেই প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করতে হয়।